তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম খাতে টিকফার প্রভাব

ইমদাদুল হক

টিকফা শব্দটি নতুন। আগে এর নাম ছিল টিফা। 'টিফা' চুক্তি হলো Trade and Investment Framework Agreements, সংক্ষেপে TIFA। প্রমিত বাংলায় যার তর্জমা 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাঠামোগত সমঝোতা' চুক্তি। আপাতদৃষ্টিতে চুক্তি শিরোনামের প্রতিটি শব্দই আশা জাগানিয়া। কিন্তু তারপরও এই খোলসের ভেতরের নানা বিষয় নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। বিতর্কের কারণ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, টিকফা ১৯৮৬ সালে এরশাদ আমলে আমেরিকার সাথে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তির একটি বর্ধিত রূপ। এখানে আগের চুক্তির ধারাগুলো কঠোরভাবে পালনের বাধ্যবাধকতা যুক্ত হয়েছে। তাই পর্যবেক্ষকেরা বলছেন– বাণিজ্য সুবিধা, পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার, কৌশলগত স্বার্থ ইত্যাদি নানান মিষ্টি প্রলেপ দিয়েছে বাংলাদেশকে টিফার বিষাক্ত ক্যাপসুল।

টিকফা চুক্তির বৈধতা

এক যুগ ধরে চলমান তির্যক মন্তব্যের মধ্য দিয়েই গত ২৫ নভেম্বর রাত সাড়ে ৯টায় আমেরিকায় বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম অ্যাগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয়। এরপর নতুন করে শুরু হয় বিতর্ক। চুক্তির বিষয়বস্তু থেকে অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে বেরিয়ে এসেছে– চুক্তিটি ওষুধ শিল্প, পোশাক শিল্প এবং কৃষি শিল্পের পরই তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম খাতে আঁচড় কাটবে। রাষ্ট্রপতি এবং সংসদে পেশ না করে শুধু মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে নির্বাচনী আমেজে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এমন চুক্তির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা। চুক্তির শর্ত, ধারা-উপধারা এ প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত গণমাধ্যমে প্রকাশ না পাওয়ায় অনেকটা ধূম্রজালের মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ধূম্রজাল সরাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের নির্বাহী অফিসের বাণিজ্যবিষয়ক প্রতিনিধি 'অফিস অব দ্য ইউনাইটেড স্টেট অ্যান্ড ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ'-এর ওয়েব ভিজিট করেও হতাশ হতে হয়েছে। এখানে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তিন পাতার একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তিপত্রের পিডিএফ ডকুমেন্ট রয়েছে। ডকুমেন্টটিতে বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব আহমেদ ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অফিস অব দ্য ইউনাইটেড স্টেট অ্যান্ড ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের ডেপুটি ইউএসটিআর ওয়েলডি কাটলার সই করেছেন। তবে এখানেও চুক্তির বিস্তারিত উল্লেখ নেই।

ফলে টিকফা চুক্তি বিষয়ে এখনও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতসংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির (বিসিএস) সভাপতি মোস্তাফা জব্বার বলেন, আমি চুক্তির পুরো বিষয়টি অবহিত নই। তবে যতটুকু জানি চুক্তিতে দৃশ্যমান কোনো প্রভাব পড়বে না। বাংলাদেশের স্থানীয় প্রযুক্তির প্যাটেন্ট থেকে আমরা সুবিধা পাব। আমেরিকার সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির কারণে আগেই এখানে বিনিয়োগ সুযোগ ছিল। এবার আঞ্চলিক কোম্পানিগুলোর ওপর তাদের নজর পড়বে।

অপরদিকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সভাপতি শামীম আহসান বলেন, বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। তবে যতটুকু বুঝেছি দেশে আমেরিকার বিনিয়োগ বাড়বে।

কী এই টিকফা

টিফা/টিকফা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক যেটুকু হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে টিফা চুক্তির একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করে, যা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওয়েবসাইট থেকে সহজেই দেখা যায়। এ ছাড়া যেহেতু সর্বশেষ খসড়াটি প্রকাশিত হয়নি, তাই বাংলাদেশের সাথে প্রস্তাবিত টিফা চুক্তির ২০০৫ সালে bilaterals.org ওয়েবসাইটে ফাঁস হওয়া খসড়া ধরেই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। অবশ্য সাম্প্রতিক খসড়ার নাম কিংবা ভেতরের শব্দ-বাক্য চয়ন ইত্যাদি যা-ই হোক, তাতে টিফা/টিইসিএফ সংক্রান্ত আমাদের আলোচনায় তাতে সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ যুক্তরাষ্ট্র টিফার একটা সাধারণ ফরম্যাট বজায় রাখে, যে ফরম্যাটের মূল ধারাগুলো এ পর্যন্ত যে ৬১টি দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র টিফা স্বাক্ষর করেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে মোটামুটি একই ধরনের। আর আমাদের আলোচনাও মূলত ওই সাধারণ বা কমন ধারাগুলোকেই কেন্দ্র করে।

টিফা চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে গত ১২ বছর আগে থেকে। এ চুক্তির খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু হয় ২০০১ সালে। ১৩টি ধারা ও ৯টি প্রস্তাবনা সংবলিত চুক্তিটির প্রথম খসড়া রচিত হয় ২০০২ সালে। পরে ২০০৪ সালে এবং তারও পরে ২০০৫ সালে খসড়াটিকে সংশোধিত রূপ দেয়া হয়। চুক্তির খসড়া প্রণয়নের পর সে সম্পর্কে নানা মহল থেকে উত্থাপিত সমালোচনাগুলো সামাল দেয়ার প্রয়াসের অংশ হিসেবে এর নামকরণের সাথে Co-operation বা সহযোগিতা শব্দটি যোগ করে এটিকে এখন টিকফা তথা TICFA বা Trade and Investment Co-operamework Agreement ('বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সংক্রান্ত কাঠামোগত সমঝোতা' চুক্তি) হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

চুক্তিতে প্রাধান্য

টিকফা একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি। বিশ্ব বাণিজ্যের যেসব বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান এবং চুক্তিগুলো আছে বা ছিল, যেমন ডব্লিউটিও, জিএটিটি, নাফটা, উরুগুয়ে রাউন্ড, টোকিও রাউন্ড– সেগুলোর সবচেয়ে বেশি লাভ ঘরে তুলেছিল আমেরিকা। ফলে বিশ্ব বাণিজ্যে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব ৩০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ২০০১ সালে ডব্লিউটিও-তে চীনের অন্তর্ভুক্তি সব ওলট-পালট করে দেয়। এরপর থেকেই মার্কিন বাণিজ্য ক্ষেত্রগুলো একে একে চীনের দখলে চলে যেতে থাকে। ২০০৩ সালে প্রথম আমেরিকার রফতানি আয়কে জার্মানি ছাড়িয়ে যায়। এর মূল কারণ চীনের কাছে আমেরিকার বাজার হারানো। তখন থেকেই বহুপক্ষীয় চুক্তির বিপরীতে আমেরিকা দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে নিজের স্বার্থরক্ষার পথ বেছে নেয়। আমেরিকার সরকারি নথিতে টিকফা সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে–'Trade policy can be an innovative tool to help grow America's economy and the world economy, while helping workers and firms here at home'। এরা সততার সাথে ঘোষণা করেছে, নিজের অর্থনীতির বিকাশের জন্যই এ চুক্তিটি করছে।

স্বভাবতই আমেরিকার ট্রেড পলিসির লক্ষ্য হিসেবে ঘোষিত পদক্ষেপগুলোই টিকফার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। আমেরিকার ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে– ক. শুল্ক বাধা দূর করা, খ. বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সুরক্ষা, গ. সরকারি ভর্তুকি বন্ধ করা, ঘ. সরকারি ক্রয়ে অংশ নেয়া, ঙ. পরিবেশ ও শ্রমের পরিবেশ উন্নত করা এবং চ. মেধাস্বত্ব কড়াকড়িভাবে আরোপ করা।

টিকফা চুক্তির খসড়ায় পণ্য ও পুঁজির ▸

প্রভাব পড়বে সফটওয়্যার রফতানিতে

বাণিজ্যে বাংলাদেশী আর মার্কিনীদের সক্ষমতা সমপর্যায়ের নয়। টিকফাতে শ্রমের মান ও পরিবেশ উন্নত করার ধারা অন্তর্ভুক্ত করায় এর ধারাগুলো শ্রমজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণ নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। উপরন্তু এগুলোকে নন-ট্যারিফ (অশুল্ক) বাধা হিসেবে ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র তার বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের রফতানি নিয়ন্ত্রণ করবে বলে মনে করেন অর্থনীতি বিশ্লেষকেরা। সেসব বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং টেলিকম খাতের মেধাস্বত্ব বাধা। বেশিরভাগ পণ্য ও সেবার মেধাস্বত্ব মার্কিনীদের অথবা মার্কিন প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকার কারণে যে দেশী শিল্পের কোনো বিক্রি এবং মুনাফার একটা বড় অংশ আবার ঘুরেফিরে মার্কিনীদের হাতেই ফিরে যাবে। মেধাস্বত্বের কড়াকড়ি স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ার কারণে আমাদের মতো দেশের জন্য ২০২১ সাল পর্যন্ত শিথিল করা থাকলেও এই টিকফার কারণে তা এখন থেকেই কড়াকড়িভাবে মানার বাধ্যবাধকতা তৈরি হলো।

টিফা চুক্তির প্রস্তাবনায় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার বা intellectual property rights (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights বা TRIPS) বিষয়ক চুক্তি বা অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি রক্ষার প্রচলিত নীতির পর্যাপ্ত এবং কার্যকর প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। অথচ ২০০৫-এ ডব্লিউটিও'র দেয়া ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশসহ অন্য এলডিসি দেশগুলো ডব্লিউটিও'র আওতায় ২০১৩ সাল পর্যন্ত ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, প্যাটেন্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সম্পর্ক আইনের আওতার বাইরে থাকার সুযোগ পেয়েছে আর ওষুধ পণ্য পেয়েছে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। বলা হচ্ছে, যেহেতু প্রস্তাবনা ৭ অনুসারে টিফা চুক্তিতে ডব্লিউটিও'র আইন ও সমঝোতার আওতায় প্রত্যেক দেশের নিজ নিজ দায়িত্ব ও অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, ফলে ২০১৩ সালের আগ পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি রক্ষার আইনবিষয়ক টিফার প্রস্তাবনা কার্যকর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অথচ বলা হচ্ছে না প্রস্তাবনা ৭-এর আরও পরের প্রস্তাবনা ১৮-এর আওতায় ডব্লিউটিও'র দোহা এজেন্ডা বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের কথা।

২০০১ সালে দোহায় অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র মন্ত্রিসভা থেকে যে ঘোষণাগুলো আসে, সেগুলোই 'দোহা এজেন্ডা' নামে পরিচিত। এ ঘোষণার অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে ট্রিপস বাস্তবায়ন, যা ঘোষণাটির ১৭, ১৮ ও ১৯ নম্বর আর্টিক্যালে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ প্রস্তাবনা ৭ এককথায় পরিবর্তী প্রস্তাবনা ১৮-এর মাধ্যমে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ফলে সন্দেহ নেই টিফা স্বাক্ষরের সাথে সাথে প্রস্তাবনা ১৫ অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে বাধ্য করবে ট্রিপস বাস্তবায়ন করতে। ফলে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প, কমপিউটার-সফটওয়্যারসহ গোটা তথ্যপ্রযুক্তি খাত আমেরিকার কোম্পানিগুলোর প্যাটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদির লাইসেন্স খরচ বহন করতে করতে দেউলিয়া হয়ে যাবে। শুধু তথ্যপ্রযুক্তি খাতেই দেশকে মেধাস্বত্ব আইনের অধীনে সফটওয়্যার লাইসেন্স বাবদ ৫০ কোটি ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। একই সাথে দেশীয় সফটওয়্যার ও সেলফোন অ্যাপসেরও দাম বাড়বে কয়েকগুণ।

২০০৮ সালে Business Software Alliance (BSA)-এর করা এক সমীক্ষা অনুসারে গোটা এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সফটওয়্যার 'পাইরেসি'র হার সবচেয়ে বেশি– ৯২ শতাংশ। আর ৯০ শতাংশ পাইরেসি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কা-আমেরিকা সপ্তম টিফা বৈঠকে মাইকেল ডিলানির নেতৃত্বাধীন আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধি দল এ বিষয়ে শ্রীলঙ্কার ওপর তীব্র চাপ প্রয়োগ করে। বৈঠকে মাইকেল ডিলানি বলেন : 'We would like to see a strengthened focus on intellectual property protection and strengthened enforcement'। অর্থাৎ 'আমরা দেখতে চাই মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে এবং এ আইন বাস্তবায়ন জোরদার হচ্ছে।'

সফটওয়্যার পাইরেসিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী শ্রীলঙ্কার ওপর যে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা থেকে সহজেই অনুমেয় প্রথম স্থান অধিকারী বাংলাদেশের অবস্থা কী হবে।

চলাচলকে অবাধ করার কথা এবং সেই সূত্রে মুনাফার শর্তহীন স্থানান্তরের গ্যারান্টির কথা বলা হলেও শ্রমশক্তির অবাধ যাতায়াতের সুযোগের কথা কিছুই বলা হয়নি। অথচ শ্রমশক্তিই হলো আমাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান সম্পদ, যার রফতানির ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে বিপুল আপেক্ষিক সুবিধা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'খোলাবাজার' নীতিটি যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োগ করতে রাজি নয়। এরা তা প্রয়োগ করতে প্রস্তুত শুধু পুঁজি এবং পণ্য-সেবাপণ্যের ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে এদের রয়েছে বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি আপেক্ষিক সুবিধা। অন্যদিকে টিকফাতে 'শুল্কবহির্ভূত বাধা' দূর করার শর্ত চাপানো হলেও 'শুল্ক বাধা' দূর করার কথা বেমালুম এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রফতানি করা তৈরি পোশাক শিল্পের পণ্যের ক্ষেত্রে গড় আন্তর্জাতিক শুল্ক যেখানে ১২ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের তা ১৯ শতাংশ।

বিনিয়োগের সুরক্ষার নামে মুনাফার শুল্কবিহীন স্থানান্তর, দেশীয় বিনিয়োগকারীর সমসুযোগ, বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়নীতিতে দেশীয় পণ্য ও দেশীয় উৎপাদক এতদিন যে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার পেত, সেটা সমভাবে পাবে আমেরিকার পণ্য ও উৎপাদকেরা। বিশেষ করে কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করার চাপ সৃষ্টি করে টিকফা চুক্তির মাধ্যমে কৃষিতে জনবান্ধব রাষ্ট্রনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।

দোহায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলনে গৃহীত 'দোহা ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা'র মূল বিষয়গুলোও ছিল অ-কৃষিপণ্যের বাজার উন্মুক্তকরণ, কৃষি থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার, মেধাজাত সম্পত্তি অধিকার (ট্রিপস) এবং সার্ভিস বা পরিবেশ খাতে বিনিয়োগ উদারীকরণ ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের স্বার্থ অভিন্ন নয়। বরং এসব ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থের গুরুতর বিরোধ আছে।

বাদ যাবে না হার্ডওয়্যার খাতও

প্যাটেন্টের কারণে ক্লোন পিসি তৈরি থেকে শুরু করে দেশীয় ব্র্যান্ড আইসিটি পণ্যের বাজারেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে টিকফা চুক্তি। কেননা প্যাটেন্ট কোনো প্রতিষ্ঠানকে মেধাস্বত্ব দিয়ে দেয়। ফলে সে সেই মেধাস্বত্বের ভিত্তিতে সেই প্যাটেন্টের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো বাণিজ্যে সে রয়্যালটি দাবি করতে পারে। যেমন ইন্টেলের প্রসেসর প্যাটেন্ট করা আছে আমেরিকার, তাই ক্লোন পিসি তৈরি করে নিজস্ব ব্র্যান্ড নেমে পণ্য বাজারে ছাড়তে হলে প্রথমেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাছে রয়্যালটি দাবি করবে ইন্টেল। তখন দেশী ব্র্যান্ডের পিসির দাম বাড়ার কারণে ডেল, এইচপির মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের পিসির দিকে ঝুঁকবে ক্রেতারা। বাংলাদেশ হারাবে নিজেদের বাজার কজ

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com